আমার ‘পথের পাঁচালী’

সুব্রত ঘোষ ৯৫৩১৬১৪৩৪৮ amarlekha2014subrata@gmail.com

ছবিটার ওপেনিং ফ্রেম আজও আমার ভালো লাগেনা। কিন্তু কি করব, তারপরেই যে ম্যাজিক শুরু হয়ে যায়! ৬০ বছর হয়ে গেল দেখতে দেখতে তবু চিরনতুন এই ছবি।

আমার ছবি দেখা শুরু ২০০৪এ। ততদিনে ভারতীয় সিনেমা অনেকটা পথ হেঁটে ফেলেছে এবং টিভি নামের একটি যন্ত্র তার স্ট্যাটাস সিম্বল হারিয়ে গ্রাম-ভারতের বাড়িতে বাড়িতে পৌছে গিয়েছে। ডিডি বাংলা, আর ন্যাশনাল চ্যানেলের দৌলতে অনেক ভালো-মন্দ ছবির সাথে সত্যজিতেরও কিছু ছবি জেনে বা না জেনেই দেখা হয়ে গেছে আমজনতার । আনুমানিক ২০০৩ এ প্রথম বাড়ির টিভিতে সত্যজিত রায়ের ছবি জেনে ‘পথের পাঁচালী’(১৯৫৫) দেখার আগে ‘দো বিঘা জমিন’ (১৯৫৩) দেখি। দেখি ১৯৯৭ বা ১৯৯৮এ। ইশকুল থেকে ফেরার পথে পান’বাড়ির (আমাদের গ্রামের মলয়দা-বাবুদাদের বাড়িতে সাদা কালো টিভি ছিল। ওদের পদবী হল ‘পান’- তাই পানবাড়ি। শনিবার দুপুরে ডিডি ২ / ডিডি মেট্রো-র হিন্দি প্রোগ্রামে সাদাকালো-রঙিন যুগের ছবিই দেখাত। মলয়দা শনিবারের দুপুরের ছবির সময় জানালা খুলে দিত।) বাইরের জানালার রড ধরে ঝুলে আমরা বন্ধুরা সিনেমা দেখতাম। ওখানেই “দো বিঘা জমিন” দেখি, তাও গোটা ছবিটা না। এক দশক পরে সিনেমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে যখন সিডি কিনে কিনে বিমল রায়ের ছবি দেখছি মনে পড়ে “দো বিঘা জমিন” ছবিটা কোথায় দেখেছি। কারণ কোলকাতার রাস্তায় বলরাজ সাহানির রিকসা নিয়ে ছোটার সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটি (“দো বিঘা জমিন” ছবি দেখতে ক্লিক করুন এখানে) হুবহু মনে পড়ে গিয়েছিল। সিনেমার ক্ষমতা আমায় অভিভূত করে সেদিন। বলতে গেলে কেউ হাতে কলমে সিনেমা দেখতে শেখায়নি, তবু ‘পথের পাঁচালী’ মন দিয়ে দেখতে বসার অনেক আগে অনেক ভালো ছবি দেখা হয়ে গিয়েছিল নানা কারণেই। c.u তে এম.এ পড়তে গিয়ে ২০০৪এ ছাত্র সংসদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একদিনে

দেখি 'Battleship Potemkin'(১৯২৫) আর 'Bicycle Thieves' (১৯৪৮)। ব্যাস মাথার পোকা নড়ে গেল। নিজে নিজেই আবিষ্কার করলাম সিনেমাকে। তখনই বইপত্রে "পথের পাঁচালী"র অনবরত প্রশংসা পড়তে পড়তে একটা শ্রদ্ধা মেশানো ভক্তি তৈরি হয় ছবিটা না দেখেই। দেখে তো আরও মুশকিল। কারণ ততদিনে 'জলসাঘর'(১৯৫৮) আর 'অরণ্যের দিনরাত্রি'(১৯৭০) দেখে ফেলেছি। 'পথের পাঁচালী' ততোটা ভালো লাগেনি। এই যা! আমার ভুল হল নাকি! একজনকে বলতে সে তো বলল "অরণ্যের দিনরাত্রি' সত্যজিতের সবচেয়ে বাজে ছবি, অশ্লীল ছবি। "অরণ্যের দিনরাত্রি" আসলে ঐ c.u ছাত্র সংসদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেই দেখা। বড় পর্দায়। ক্রমেই সিনেমা দেখতে শেখার প্রয়োজনে দেখতে দেখতে একটা বোধ জন্মাল সত্যজিতের ছবির ভাষা সম্পর্কে।

প্রথম দেখার প্রায় ৯ বছর পর ২০১২য় স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে বড় পর্দায় 'পথের পাঁচালী' দেখতে বসে চমকে যাই। সুবোধ ঘোষের "অযান্ত্রিক' গল্পটা মাধ্যমিকে পাঠ্য বলে ২০০৮ থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের সিনেমাটা দেখাতাম। সহকর্মী উত্তমবাবুর ভাইয়ের বাড়ী থেকে টিভি বয়ে আনতে হত ছেলেদের। অনেক দূরে বসে ৬০-৭০ জন ছাত্র কি যে দেখত কে জানে। এবারের অভিজ্ঞতা ছিল আলাদা। ততদিনে আমারও চোখ হয়েছে ধারালো। বিএড করে ফিরে নতুন উদ্যমে ঝাঁপালাম সিনেমা দেখাতে। সরকারের দেওয়া প্রজেক্টরটা পড়ে ছিল। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লক্ষ্মীবাবুর কাছে অনুনয় বিনয় করতে একটা ক্লাসরুম আমায় ছেড়ে দেওয়া হয় সিনেমা হল বানিয়ে ফেলার জন্য। ছোটো হলেও কাজ চলে যায় এমন একটা সাউণ্ড সিস্টেমও কিনে দেওয়া হল স্কুল থেকে। ক্লাস টেন চাঁদা তুলে কিনল পর্দা। প্রথম শো শুরু হলে বুঝতে পারি ছোটো পর্দায় 'অযান্ত্রিক'(১৯৫৮) দেখিয়ে কি অন্যায় করেছি এতদিন। সেই প্রথমবার ছেলেমেয়েরা বলে 'দারুণ লাগল', ঠিক ঠিক জায়গায় ওদের মনের তোলপাড়গুলো ওদের চোখে মুখে দেখতে পেলাম। আর আমারও ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে ধারণা গেল বদলে । ২০১৩য় এইট- টেন, ২০১৪য় এইট- টেন – মোট চারবার বড় পর্দায় 'পথের পাঁচালী' দেখি। সিনেমার প্রথম যুগের সেই ক্লাসিক্যাল স্টোরি টেলিং আমায় হতবাক করে দিল বড় পর্দায়। গ্রামে বড় হয়ে উঠেছি বলে দুএকটা ব্যাপার কেমন লাগত ছবিটার এই যা। তবু শুধু ছবির ম্যাজিক নয়, বিভূতিভূষণের কাহিনীর দর্শনটুকু এই একটা ছবিতেই সত্যজিৎ ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তুলেছেন বলে আমি মনে করি। অপু ট্রিলজির শেষ দুটি ছবি একেবারেই সত্যজিতের। তার নির্মাণ আরও পরিণত। যাই হোক সেই প্রথমবার থেকে আজও অপেক্ষা করি কখন অক্টোবর মাস আসবে। আবার বড় পর্দায় কবে 'পথের পাঁচালী' দেখব। এবারেও কথা হয়ে গেছে ক্লাস এইটের সঙ্গে; মজার কথা নতুন সিলেবাসে ছোটোদের "পথের পাঁচালী" পাঠ্য হয়ে গেছে এখন।

‘পথের পাঁচালী’ ভারতীয় সিনেমার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সত্যি। আশ্চর্য, সিনেমা দেখার দশ বছরে আমার সত্যজিৎ সম্পর্কে মত বদলায়নি। ‘জলসাঘর’ আর ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’কে সিনেমা বিচারের মানদণ্ডে আমি ‘পথের পাঁচালী’রও আগে রাখি। সবমিলিয়ে ১১ বার দেখেছি ছবিটা। তবে এই শেষ চারবার তুলনা হয়না। নতুন করে ছবিটা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। আজও ওপেনিং ফ্রেমটা ভালো লাগেনা। কিন্তু কি করব, তারপরেই যে ম্যাজিক (‘পথের পাঁচালী’ ম্যাজিক দেখতে ক্লিক করুন) শুরু হয়ে যায়।